চরৈবেতি

নবদশ সংখ্যা, বিংশতি বর্ষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

****

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

চরৈবেতি

১৯তম সংখ্যা ⁕ ২০তম বর্ষ ⁕ সেপ্টেম্বর ২০২২

“মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী।”

(মেধাসূক্ত, ৩য় মন্ত্র)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশনাঃ

সংস্কৃত বিভাগ,

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন,

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন,

৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

কলকাতা – ৭০০ ০৫৫

সংস্কৃত বিভাগঃ

শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত

শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী

প্রব্রাজিকা অসক্তপ্রাণা

सम्पादकीयम्

चलनम् खलु जीवनम्। तत्तु चलति वहमाना नदीव। वर्णमयानि उपलानि संगृह्य तदेव जीवनयापनं वर्णमयं कृत्वा अग्रसरणे एव जीवनस्य सार्थकता निहितास्ति। 'चर एव इति' यत्र भवति बीजमन्त्र: तत्र गतिर्भवति अप्रतहिता। कयापि प्रतिकूलया सैव गति: न भवति रुद्धा। अस्माकं आदरिणी ऊनविंशतिवर्षीया तरुणी 'चरैवेति' अपि नवोद्यमेन नवोत्साहेनताललयछन्दोभि: अग्रं चरति।

अव्याहता भवतु अस्या गति: इत्येव न: प्रार्थना।

সূচীপত্রম্

১। রাখী পূর্ণিমা ও সংস্কৃত দিবস – পৃ ৯

২। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব – পৃ ১১

৩। দেবভাষা – পৃ ১৩

৪। তৃতীয়বর্ষীয়াঃ – পৃ ১৪

৫। দ্বিতীয়বর্ষীয়াঃ – পৃ ১৮

৬। প্রথমবর্ষীয়াঃ – পৃ ২০

৭। ডোরকবিহীনং তৎ ডোরকম্ (আত্মোপলব্ধিঃ) – পৃ ২২

৮। মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ – পৃ ২৩

৯। কুন্তীকৃতা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ – পৃ ২৪

রাখী পূর্ণিমা ও সংস্কৃত দিবস

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের জীবন যাত্রা সহজ আনন্দে পূর্ণ। ছোট-বড় বিবিধ উৎসব দিয়ে বছরের দিনগুলি এখানে বর্ণময় ও আনন্দমুখর হয়ে উঠে এমন একটি ছোট অথচ প্রাণময় হাসি-খুশীতে ভরা একটি তিথি হল ঝুলন বা রাখীপূর্ণিমা। ভারত সরকার কর্তৃক এদিনটি সংস্কৃত দিবস হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ে এর সূচনা চলে আসছে - প্রিয় একটি বিষয়ের চর্চা দিয়ে - সেটি হল সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য। বিদুষী ও গুণবতী অধ্যাপিকাদের সস্নেহ পাঠদানে উপকৃত হয়ে থাকে নবীনা ছাত্রীসমাজ। সংস্কৃত-বিভাগের একটি বিশেষত্ব হল সংস্কৃত দিবস উদ্যাপন। এই বিভাগের ছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ একটি অনুষ্ঠান আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে এই আশ্রমের সুন্দর সভাগৃহে। বেদমন্ত্র পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য এবং একাঙ্ক নাটিকা প্রভৃতি উপস্থাপন করে তারা তাদের প্রিয়মঞ্চে। আমরা অনেকেই সাগ্রহে উপস্থিত হই সেখানে - মেয়েদের সাদর আমন্ত্রণে। দেখতে পাই, শুনতে পাই আগাগোড়া দেবভাষায় পরিচালিত একটি মধুর ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান। সাধুবাদ দিতে হবে আমাদের অধ্যাপিকা ও শিক্ষিতা কন্যাদের যত্নে পরিবেশিত অনুষ্ঠানটিকে।

আমাদের মহাবিদ্যালয় একটি আংশিকভাবে আবাসিক প্রতিষ্ঠান তাই এর অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের আদর্শের প্রকাশক। আবাসিকারা ছাত্রী পরম্পরায় ও দিদিদের উৎসাহে প্রায় একমাস আগে থেকে হাতে তৈরী করে রাশি রাশি রাখী। এই পুণ্য পূর্ণিমায় তারা সকলকে ভালবেসে রাখী পরিয়ে দেয়। গুরুজনদের প্রণাম করে তাদের কাছে পাওয়া এই প্রীতির বন্ধন-সূত্রগুলি আমাদের বড় সমাদরের। তারা রেশমী সূতো, পুঁতি, শোলার টুকরো, ফুল-পাতা ও কোন পদক ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে অপরূপ শিল্পনিদর্শন - এই রাখীর সম্ভার। কি উদ্যম, নিষ্ঠা, সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রম দিয়েই না সেগুলি তৈরি হয়। রাখী প্রাপকেরা হলেন সব শিক্ষিকা, সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণীগণ, নানাশ্রেণীর মহিলাকর্মী এবং কয়েক জন পরিবার নিয়ে থাকেন - এমনি কর্মীদের শিশুরাও।

আবাসিক এবং নিত্য আগত ছাত্রীরা, সবাই মিলে - রাখী দেওয়া-নেওয়াটিতে মেতে যায়। তারা নিঃস্বার্থ ভালবাসায় বড়দের রাখী পরিয়ে প্রণাম জানায়, ছোটদের স্নেহ ভরে ও সখীদের প্রীতি দিয়ে রাখী পরিয়ে অনাবিল আনন্দ পায়, আধুনিক জড়বাদী, স্বার্থলিপ্সু আত্মকেন্দ্রিক নীরস জীবনে আমাদের কন্যারাও পবিত্র প্রীতি ও শ্রদ্ধার বিনিময়

করে । এমনটি দুর্লভ দিবস আমাদের কাছে বছরে বছরে ফিরে আসে । এটি মিলন ও মৈত্রী মাধুর্য পূর্ণ একটি উৎসব । শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি কবির ভাষায় -

‘বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হউক (৩) হে ভগবান’...

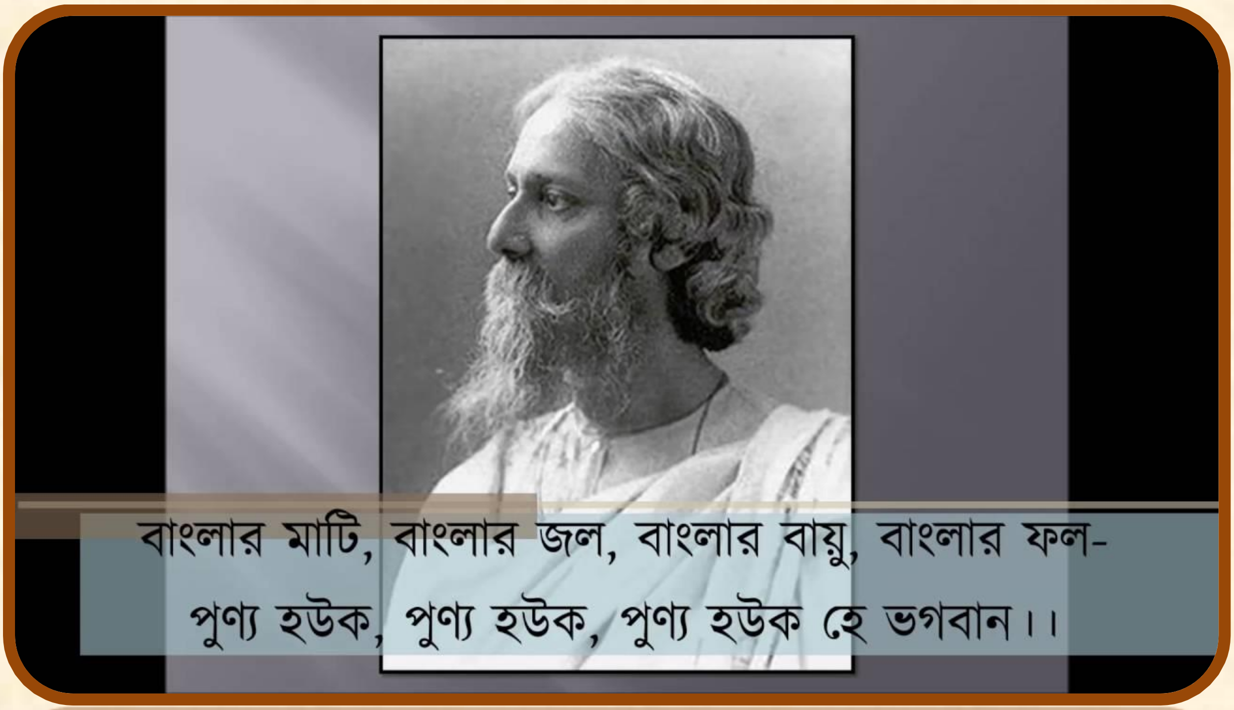

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবকে 'অমৃত মহোৎসব' রূপে উদ্‌যাপনে যথোচিত ব্যবস্থাগ্রহণে তৎপর হয়েছে ভারত সরকার। খুবই প্রশংসনীয় এই উদ্যোগ। নামকরণটিও শ্রবণ-মধুর।

মানব জীবনের অপর নাম স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতার মতন এমন অমৃত আর কি আছে? একটি দেশ ও জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা – সে যে কি পরমবস্তু, তা ভারতীয় আমরা, যারা অন্য শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়ে থেকেছি সুদীর্ঘকাল, তারা মনে মনে অনুধাবন করেছে এবং এই পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে গেছে জাতিগত ভাবে। কত অমূল্য জীবনের বিনিময়ে, কত রুধির ক্ষরণের পথ পেরিয়ে, এই স্বাধীনতা লাভ আমাদের। কবির ভাষায় – 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হ'ল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে'।

কি আশ্চর্য সমাপতন, যে কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিরও এবার শতবর্ষ পূর্তি হ'ল, যে অগ্নিস্রাবী ছন্দবদ্ধ বাণী ভারতের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, সকলের হৃদয়ে বিদেশ শাসন উচ্ছেদের জন্য এক তীব্র বিদ্রোহানল জাগিয়ে দিয়ে তাদের এককালে উৎসাহ, উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় যেন মাতোয়ারা করে দিল। 'বল বীর, বল উন্নত মম শির' – এই বীরবাণী যেন একটি টর্নেডোর মতন আছড়ে পড়ল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বুকের ওপর। 'আমি মানি নাকো কোন আইন, ... আমি টর্নেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন ... আমি বিদ্রোহী, বিদ্রোহীসূত বিশ্ববিধাতৃর। ... আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে হত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না, ... যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'... এ যেন সম্মুখ যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল, লক্ষ্য তরবারি যেন ঝলসে উঠলো একসঙ্গে, তার ঝনঝনানি যেন কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে প্রবেশ করলো। রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এই কবিতাটি শুনেছি একসপ্তাহে তিনবার ছাপতে হ'য়েছিল প্রচুর সংখ্যায়।

আজ আমরা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন। কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে, সত্যিই কি আমরা স্বাধীন হ'য়েছি? স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন ঢাকায় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন, "আগামী ৫০ বছর আমাদের দেশমাতৃকাই একমাত্র উপাস্য হোন, অন্যান্য দেবতারা এখন ঘুমান, ক্ষতি নেই," তার ঠিক ৫০ বছর পরেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। তিনি একই সঙ্গে আমাদের সচেতন করে বলেছেন, শুধু স্বাধীনতা পেলেই হবে না, তাকে রক্ষা

করবার দায়িত্বও নিতে হবে নিজেদের সর্বতোভাবে তার উপযোগী করে । বিদেশী শাসন মুক্ত হ'লেও, আমরা যথার্থ স্বাধীন হ'তে পারিনি, এ ব্যাপারেও স্বামীজী আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে, "We are slaves to our sense organs"। আমরা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ-সুখের পরাধীন; যত দিন না এই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে আমরা মুক্তিলাভ করবো, আত্মস্বাধীনতা না প্রাপ্ত হ'ব, যার মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্মবিকাশের মহিমা প্রকাশিত হবে, যা আমাকে এক মহান আদর্শের অভিমুখী করবে; ভোগ লোলুপতার আধিক্য আমাকে মনুষ্যেতর প্রাণীতে অবনত না করে, ত্যাগ, পরার্থপরতা নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতিতে, সর্বোপরি নিজ মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক দায়বদ্ধতায় আমার মনকে ঋদ্ধ করবে, ততদিন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি বোধ হয় দেশ ও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের উন্নত করতে পারবে না । স্বামীজীর মতে জনবল, শিক্ষাবল, অর্থবল ও বুদ্ধিবল – এসবই পীড়নের সহকারী, যদি না এগুলিকে জনস্বার্থে ব্যবহার করা হয় ।

আমাদের যে সকল মহাপুরুষ – মহাত্মা গান্ধীজি, নেতাজী, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ ও অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারী স্বদেশপ্রেমিকদের জীবন ও বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তাঁদের আজ স্মরণ করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । আজকের স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসবে' সেই সব অমৃতপুরুষদের সঙ্গে আমাদের জীবনের, আমাদের হৃদয়ের রাখীবন্ধন হোক, এই আজকের দিনে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা । শুভচেতনার আলোকে আমাদের আগামী দিনের পথচলা শুরু হোক নব উদ্যোগ ও নব প্রেরণায় ।

'সর্বঃ সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু ।'

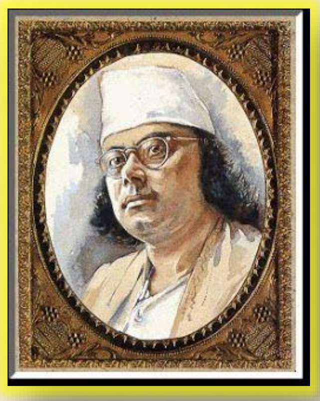

দেবভাষা

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

যা কিছু মার্জিত বা পরিশীলিত তাকেই আমরা সংস্কৃত বলি। একটা ভাষাকে যখন 'সংস্কৃত' বলা হচ্ছে, তাঁর অর্থ হল ভাষাটি এমন কিছু ভাবের ধারক যা আমাদের আচার-আচরণ-ব্যবহার এবং মানসিকতায় সুসংস্কার নিয়ে আসে। সংস্কৃতকে বলা হয় দেবভাষা। 'দেবভাষার মানে হল দেবতাদের কথ্য ভাষা' – ঠিক এই অর্থকে যথার্থ বলে মনে হয় না। বরং 'দেবভাষা' বলতে এমন এক ভাষাকে আমরা বোঝাতে পারি যা আমাদের দেবত্বে উন্নীত করে। পৌরাণিক চারহাতের দেবতা নয় – দেবত্ব হল কিছু গুণের সমাবেশ। কোন মানুষকে দেখে আমরা বলি –'মানুষ নন, ইনি দেবতা' – কারণ তাঁর গুণাবলী মানবিক দুর্বলতাকে ছাপিয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম বসুকে লিখেছিলেন, 'ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা'। এই বিবর্তন আক্ষরিক নয়। পশু স্বভাব থেকে যুক্তিবান মানুষে প্রাথমিক পরিবর্তন, তারপর হৃদয়বান দেবত্বে উন্নতি – বিবেকানন্দ এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। দেবস্বভাবে যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে থাকে প্রেম-ভালবাসা-ক্ষমা-দয়া ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তি।

সংস্কৃত ভাষাকে যখন দেবভাষা বলা হয় তখন মনে হয় – এই দ্যোতনাটি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কেবল সভ্য জগতের তথাকথিত সংস্কৃতিবান মানুষকেই যে 'সংস্কৃত' বলা হবে তা নয়। সংস্কৃতিতে থাকবে মানবিকতার স্পর্শ – থাকবে দেবত্বের স্পর্শ, থাকবে মুক্তির স্পর্শ। সহস্র সহস্র বছর ধরে ভাষাটিকে নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। ক্রমে ক্রমে ভাষা বহু বিচিত্র ভাববহনের উপযোগী হয়েছে। ভাষার অক্ষরগুলি মন্ত্রে পরিণত হয়েছে - যে মন্ত্রের মননে ত্রাণ আসে, ঊর্ধায়ন আসে। সেই গভীর ভাববাহী শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে গড়ে উঠেছে বিরাট সম্পদভান্ডার। মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করার পথনির্দেশ পাওয়া যায় এ ভাষায়, সেজন্যই এ ভাষাকে আমরা বলি 'দেবভাষা'।

রক্ষাবন্ধনম্

(অর্পিতা অধিকারী – তৃতীয়বর্ষীয়া)

রক্ষাবন্ধনং মম প্রিয়ঃ উৎসবঃ । এষঃ একঃ ধার্মিকঃ উৎসবঃ । অস্য উৎসবস্য ভারতীয়সংস্কৃত্যাম্ অতীবমহত্বপূর্ণং স্থানং বর্ততে । রক্ষাবন্ধনং ভ্রাতৃভগিনীনাং স্নেহস্য প্রতীকমস্তি । এতেন উৎসবেন পরস্পরসৌহার্দং বর্ধতে । এষঃ উৎসবঃ শ্রাবণমাসস্য পূর্ণিমায়াং ভবতি । এষঃ উৎসবঃ সর্বত্র আনন্দং তথা উৎসাহং প্রসারয়তি । সর্বাঃ ভগিন্যঃ স্বভ্রাতৃণাং করে সূত্রং বধ্নন্তি । সূত্রময়ানি বহুবিধানি সন্তি । প্রত্যেকং ভ্রাতা ভগিন্যৈ উপহারং প্রদদাতি । 'অহং তব রক্ষণং করিষ্যামি' ইতি আশ্বাসনং চ দদাতি । অস্মিন্ দিনে ভ্রাতরঃ ভগিন্যঃ চ পরস্পরং মেলিতুং বহুপ্রয়াসং কৃত্বা মোদন্তে । অন্যথা অন্তর্জালস্য সহায়তয়া ভ্রাতা উপহারং, ভগিনী সূত্রময়ং চ প্রেষয়তঃ । সৈনিকানামপি করেষু মহিলাঃ সূত্রময়ানি বধ্নন্তি । এতস্মিন্ দিনে গৃহে মিষ্টান্নসজ্জা অনুপমা । এতৎ দিনং 'নারিকেলপূর্ণিমা' ইতি নাম্না অপি জ্ঞাতম্ । ধীবরাঃ সাগরায় নারিকেলানি সমর্প্য তং পূজয়ন্তি । কেন্দ্রিয়শাসনেন অয়ং দিবসঃ 'সংস্কৃতদিবসঃ' ইতি রূপেণ স্বীকৃতঃ । অস্মিন্ দিনে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে সংস্কৃতোৎসবাঃ অপি ভবন্তি । এতেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ কারণেভ্যঃ অয়মুৎসবঃ মহ্যমতীব রোচতে ।

*** *** ***

স্মৃতিপটে মে মহাবিদ্যালয়ঃ

(ঈপ্সিতা জামানঃ, তৃতীয়বর্ষীয়া)

বিদ্যালয়জীবনমতিক্রম্য ২০১৯-ঈশবীয়াব্দে জুলাঈমাসস্য ২৫-দিনাঙ্কে অহং বিদ্যাভবনে প্রবেশং কৃতবতী । মনসি অজ্ঞাতমেকং ভয়ং ক্রীডতি স্ম । পরন্তু বিদ্যাভবনং প্রবিশ্য ক্ষণমাত্রেণ সর্বভয়ং পলায়িতমপূর্বানন্দঃ চ অনুভূতঃ । মিত্রাণি আচার্যাঃ চ অজ্ঞাতাঃ । কেবলং সংস্কৃতবিভাগস্য কক্ষাসংখ্যা দ্বিতীয়া ইতি জ্ঞাতা আসীৎ । তত্র গত্বা অনেকানি অপরিচিতানি মুখানি দৃষ্ট্বা নবমিত্রৈঃ সহ মিলিতবতী । ততঃ আচার্যাঃ আগতাঃ । এষঃ স্মরণীয়ঃ ক্ষণঃ য়দা ছাত্রাঃ শিক্ষকৈঃ সহ মিলিতবত্যঃ । প্রথমদিবসঃ বহূৎসাহেন গচ্ছতি স্ম । লেখনবেলায়ামধুনা পুনঃ পুনঃ আত্মানং বিস্মরামি তেষাং সুবর্ণদিবসানাং স্মৃত্যাম্ । য়দি

কেবলং তানি দিবসানি পুনঃ প্রাপ্তুং শক্নোমি স্ম! শিক্ষাজীবনে শিক্ষিকাণামতুলনীয়ং প্রেম, প্রোৎসাহনং সমর্থনং চ প্রাপ্তানি । অধ্যাপিকাঃ নিঃস্বার্থপ্রেম্ণঃ প্রতিরূপাঃ । তাসাং মহত্ত্বং মম জীবনে ভৃশং স্বীকার্য়ম্ । আচার্য়াঃ – পিতরৌ, মিত্রাণি, শুভার্থিনঃ চ ইব । তাঃ সরলাঃ নিষ্কপটহৃদয়াঃ চ । য়াসাং সংসর্গেণ সর্বং জীবনস্য তমঃ নিবর্ততে । কস্যামপি পরিস্থিত্যাং বটবৃক্ষবৎ রক্ষণং তাসামুদ্দেশ্যমস্তি । তাঃ সর্বদা সৎপুরুষঃ কথং ভবেদিতি শিক্ষয়ন্তি । তাঃ সর্বাঃ মাং প্রেম্ণা আশীর্বাদং কৃত্বা মম শিক্ষাজীবনং পূরিতবত্যঃ । জগতি কুত্রাপি সতী তাসাং স্থানং মম হৃদয়ে সমমেব স্থাস্যতি । প্রবহমানকালে শনৈঃ শনৈঃ জীবনস্য স্মরণীয়াঃ দিবসাঃ অন্তর্ধীয়ন্তে । অদ্যাপি সংস্কৃতভবনং, স্বামিজিভবনং, পুষ্পোদ্যানং, গ্রন্থাগারং চ অনুভবামি । পুস্তকালয়স্য চিন্তায়াং প্রথমং পুস্তকালয়মাতাজিমহাভাগায়াঃ মুখং মম মনসি ভাসতে । অবিস্মরণীয়ং বিদ্যাভবনং মম স্বপ্নানাং প্রাসাদঃ । মম বিদ্যাভবনং মম জীবনস্য সুবর্ণময়ঃ অধ্যায়ঃ ।।

*** *** ***

রক্ষাবন্ধনম্

(মীনাক্ষী দাসঃ, তৃতীয়বর্ষীয়া)

অস্মিন্ সংসারে দুঃখানামাধিক্যং বর্ততে । সর্বে জনাঃ সুখমিচ্ছন্তি । দুঃখিতানাং দুঃখহরণে পর্বণাং প্রমুখং স্থানং বর্ততে । ভারতবর্ষে অপি বহবঃ মহোৎসবাঃ প্রচলিতাঃ । তদ্যথা – রক্ষাবন্ধনং, বিজয়াদশমী, দীপমালিকা, হোলিকোৎসবশ্চ । তেষু অপি রক্ষাবন্ধনং মুখ্যতমম্ । রক্ষাবন্ধনং মম প্রিয়ঃ উৎসবঃ । আদি-ভারতীয়-সংস্কৃতৌ ভ্রাতুঃ রক্ষায়ৈ ভগিন্যা ঈশ্বরায় কৃতা প্রার্থনা এব রক্ষাবন্ধনম্ । ভগিনী ঈশ্বরং প্রার্থয়তে য়ৎ, ‘হে ঈশ্বর! আপত্তিভ্যঃ রোগেভ্যঃ দূষণেভ্যঃ চ মম ভ্রাতুঃ রক্ষণং করোতু’ ইতি । এতাং প্রার্থনাং কুর্বতী ভগিনী ভ্রাতুঃ হস্তে রক্ষাসূত্রবন্ধনং করোতি । ভগিন্যাঃ হৃদি স্বং প্রতি নিঃস্বার্থং প্রেম দৃষ্ট্বা ভ্রাতা ভগিন্যৈ বচনং দদাতি য়ৎ, ‘অহং তব রক্ষাং করিষ্যে’ ইতি । ততঃ উভৌ পরস্পরং মধুরং ভোজয়তঃ ।

অনেন পর্বণা একা ঐতিহাসিকী কথা অপি সম্বদ্ধা অস্তি । একদা ইন্দ্রাণী স্বপত্যুঃ ইন্দ্রস্য হস্তে দানবেভ্যঃ রক্ষণার্থং রক্ষাবন্ধনমকরোৎ । ইন্দ্রঃ তেন এব রক্ষাসূত্রেণ দৈত্যং বলিং ববন্ধ ।

‘য়েন রাজা বলির্বদ্ধো, দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ।

তেন ত্বাং প্রতিবন্ধামি, রক্ষে মা চল মা চল ।।’

তদা প্রভৃতি অয়মুৎসবঃ ভবতি । অনুশ্রুয়তে য়ৎ রাজ্ঞী কর্ণবতী মুগলরাজ-হুমায়ূ-নৃপতেঃ পার্শ্বে স্বরক্ষার্থং রক্ষাসূত্রং প্রেষিতবতী । হুমায়ূঃ অপি তাং ভগিনীং মত্বা তস্যাঃ রক্ষামকরোৎ । প্রাচীনকালে ঋষয়ঃ ব্রাহ্মণাশ্চ অস্মিন্ পর্বণি য়জমানানাং হস্তেষু রক্ষাসূত্রং বধ্নন্তি স্ম । য়জমানাশ্চ তেষাং জীবননির্বাহার্থং পর্য়াপ্তং ধনং য়চ্ছন্তি স্ম । লোকে অয়মুৎসবঃ ‘রাখী’ ইতি নাম্না উচ্যতে । রক্ষাসূত্রমবিচ্ছিন্নতায়াঃ প্রতীকত্বেনাপি পরিগণ্যতে । মৌক্তিকমালায়াঃ পুষ্পমালায়াঃ চ আধারঃ য়থা সূত্রং ভবতি । তথৈব রক্ষাসূত্রং প্রেমপ্রতীকত্বেন জনানাং সম্বন্ধস্য আধাররূপং মন্যতে ।

*** *** ***

নারীশিক্ষা

(সুপর্ণা দে, তৃতীয়বর্ষীয়া)

একাধারেণ নারী পুরুষস্য অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী, সহকর্মিণী, সহচারিণী, জননী, ভগিনী, জায়া...। সমাজস্থস্য চক্রদ্বয়ং – সমাজোপবনস্য পুষ্পদ্বয়ং চ – পুরুষঃ তথা নারী – মুদ্রায়াঃ পার্শ্বদ্বয়মিব পরস্পরং পরিপূরকমবিচ্ছেদ্যং চ । য়স্মিন্ সমাজে স্নেহময়ী, করুণাময়ী, বাৎসল্যময়ী নারী অবহেলিতা তস্য সমাজস্য উন্নতিঃ কদাপি ন সম্ভবেৎ । সত্যমুক্তং মনুনা – য়ত্র নার্য়স্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ । য়ত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে, সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ।।

মাতা য়দি অশিক্ষিতা তর্হি সম্পূর্ণঃ পরিবারঃ মূর্খঃ । অতঃ জাতিনির্মাণায় উত্তমা মাতৃশক্তিঃ । নেপোলিয়ন অপি অবদৎ - Give me Good Mothers and I will give you a Good Nation.

বৈদিককালে নারী-ঋষীণাং মন্ত্রাঃ লভ্যন্তে । তাঃ দাক্ষায়ণী, সাবিত্রী, শচী, লোপামুদ্রা, উর্বশী, ঘোষা, রাত্রিশ্চ সন্তি । বিবাহাৎ পূর্বং সম্যক্ স্বাস্থ্যং ভবেদিতি কথনমপালায়াঃ । ততঃ পূর্বং শিক্ষাগ্রহণং, বীরপত্ন্যঃ লাভঃ, য়ুবতিপ্রেমাবদ্ধস্য বিদ্যা ন ভবতীতি স্পষ্টকথনং ঘোষায়াঃ । অগ্নেরুপাসনায়াঃ সৎসম্পত্তিপ্রাপ্তেঃ আবর্তনং বর্ততে ইতি বিশ্ববারায়াঃ মতম্ । বধ্বাঃ সম্মানবিষয়ে সাবিত্র্যাঃ কথনং নির্দুষ্টং বর্ততে । এবমেব স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্য-শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি-য়ুক্তঃ পরিবারঃ কাঙ্ক্ষিতঃ আসীৎ । কবিনা কালিদাসেন তু নারীণাং সর্বাণি

রূপাণি একত্র উদ্ভাব্যন্তে – গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ । সত্যমুক্তং রাধাকৃষ্ণন্বর্যেণ – The position of women in our society is a true index of its cultural and spiritual level.

*** *** ***

গীতায়াঃ গোপালঃ

(কথা কর্মকারঃ, দ্বিতীয়বর্ষীয়া)

কস্মিংশ্চিৎ গ্রামে গীতা নাম্না একা চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা আসীৎ । তস্যাঃ নিজভ্রাতা নাসীৎ । অতঃ গীতা প্রতিদিনং স্বগৃহে লঘুগোপালমূর্ত্যা সহ ক্রীডতি স্ম । অয়ং গোপালঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ । গীতা তং 'গোপালভ্রাতা' ইতি সম্বোধয়তি স্ম । সা প্রতিদিনং প্রাতঃকালে গোপালং পুষ্পাণি চিত্বা অলঙ্করোতি স্ম, সা যৎ কিমপি খাদতি স্ম তৎ গোপালায় অয়চ্ছৎ । গীতা গোপালং বহুস্নেহমকরোৎ । অতঃ তস্যাঃ ভ্রাতা গোপালঃ সদা তস্যাঃ রক্ষণমকরোৎ । সা ভ্রাতৃত্বে প্রতিবর্ষং গোপালে চন্দনং ধারয়তি স্ম, পুনঃ রক্ষাবন্ধনস্য দিবসে সা গোপালস্য হস্তে রক্ষাং বধ্নাতি স্ম ।

তথা একস্মিন্ রক্ষাবন্ধনদিবসে গীতা অতিজ্বরগ্রস্তা । গীতা শয্যায়ামেব অবদৎ – গোপাল ভ্রাতঃ! অদ্য কথং ভবতঃ হস্তে রক্ষাং স্থাপয়ামি ? অহমদ্য অতিরুগ্ণঃ অতঃ তথা কর্তুং ন শক্নোমি । ততঃ সা বহু রোদিতুমারব্ধা । পরন্তু গীতা আশাং ন ত্যক্ত্বা মাত্রা নিরুৎসাহিতাপি গোপালস্য হস্তে রক্ষাং ধারয়িতুং প্রস্থিতবতী । গীতায়াঃ আবস্থাং দৃষ্ট্বা ভ্রাতুঃ গোপালস্য অপি অশ্রুপাতঃ । তয়োঃ বিচিত্রঃ ভ্রাতৃ-ভগিনী-সম্বন্ধঃ । গীতায়াঃ মাতা সহসা তত্র আগত্য অপশ্যৎ যৎ – অশ্রুসিক্তা গীতা কেনাপি সহ সম্ভাষণং করোতি ? সহসা অপি গীতা বদতি – ভ্রাতা মিষ্টান্নং খাদতু! মিষ্টান্নং খাদতু!

তদা তস্যাঃ শরীরং জ্বরমুক্তম্ । মাতা অচিন্তয়ৎ যৎ – কন্যা গীতা সত্যমেব ঈশ্বরদর্শনং করোতি । পিতরং চ আহূয় ভ্রাতৃভগিন্যোঃ ইদং সুন্দরং রক্ষাবন্ধনদৃশ্যং দর্শিতবতী ।

*** *** ***

পাষাণঃ ঈশ্বরঃ

(প্রিয়ঙ্কা মণ্ডলঃ, দ্বিতীয়বর্ষীয়া)

রমেশঃ প্রতি দিনং কার্যং কর্তুমগচ্ছৎ । তস্য পাদয়োঃ একা ক্ষুদ্রা শিলা পততি স্ম । প্রতিদিনং শিলামবলোক্য সঃ পুনঃ প্রয়যৌ । কতিপয়দিনানন্তরং পরিতঃ মলেরিয়ামাহামারী আরব্ধা । যদা বৈদ্যঃ অপি নিষ্ক্রিয়ঃ জাতঃ তদা গ্রামে একস্য বিশালস্য বৃক্ষস্য অধঃ একঃ শিলাখণ্ডঃ ঈশ্বরত্বেন পূজ্যতে স্ম । রমেশঃ শিলাপূজাং ন বিশ্বসিতি যতঃ তেন মন্যতে যৎ

শিলায়ামীশ্বরস্য অস্তিত্বং ন শক্নোতি । প্রতিদিনং মার্গেণ গচ্ছন্ স পূজাং দৃষ্টবান্ । কেষুচিৎ দিনেষু এব তস্য সমীপস্থাঃ জনাঃ মহারোগেণ হতাঃ । ক্রমেণ রমেশঃ অপি শক্তিহীনঃ অভবৎ । জীবনস্য ন কাপি ইচ্ছা । ভার্যায়াঃ বচনেন সঃ ঈশ্বরং প্রার্থয়িতুং বাধ্যঃ অভবৎ । অতঃ তত্র গত্বা দৃষ্টবান্ যৎ তৎপাদপ্রহরিতশিলায়াঃ এব পূজনং সিন্দূরপুষ্পৈঃ ক্রিয়তে । রমেশঃ কিমপি ন বদন্ চিন্তয়িত্বা অশ্রুপাতমকরোৎ হৃদয়ে চ স্বীকৃতবান্ যৎ – শিলা এব ঈশ্বরঃ ।

*** *** ***

প্রকৃতিকন্যা শকুন্তলা

(জয়শ্রীঃ মণ্ডলঃ, প্রথমবর্ষীয়া)

একদা পক্ষিণা একা শিশুকন্যা উদ্ধৃতা । তপোবনস্য রক্ষাকর্তুঃ কণ্বমুনেঃ দয়াতঃ সা আশ্রয়ং প্রাপ্তবতী । তস্যাঃ নাম শকুন্তলা – সা অতীবসুন্দরী । নৃপঃ দুষ্যন্তঃ মুগ্ধঃ ভূত্বা তয়োঃ গান্ধর্বমতেন বিবাহঃ সম্পন্নঃ জাতঃ । ততঃ রাজা দুষ্যন্তঃ রাজ্যং প্রত্যাগতঃ, শকুন্তলা চ কালক্রমেণ গর্ভবতী অভবৎ । একদা শকুন্তলা দুষ্যন্তচিন্তামগ্না য়দা দুর্বাসা তপোবনমাগতঃ । পরং কাংচিৎ প্রতিক্রিয়াং ন প্রাপ্য সঃ শকুন্তলাং শপ্তবান্ –

বিচিন্তয়ন্তী য়মনন্যমানসা, তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্ ।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্, কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ।। (৪.১)

কণ্বমুনিঃ তপোবনাশ্রমং প্রত্যাগত্য সর্বং শ্রুত্বা শকুন্তলাং পতিগৃহায় প্রেরিতবান্ । তয়া সহ দ্বৌ শিষ্যৌ মাতা চ গৌতমী আসন্ । শচীতীর্থে স্নানসময়ে স্মারকচিহ্নমজ্ঞাতেন লুপ্তং জাতম্ । শাপবশাৎ দুষ্যন্তস্য স্মৃতিঃ বিনষ্টা জাতা । য়দা একঃ ধীবরঃ শচীতীর্থে রোহিতমৎস্যস্য উদরে রাজাঙ্গুলীয়কং প্রাপ্তবান্ তদা তৎ দৃষ্ট্বা নৃপঃ দুষ্যন্তঃ সর্বং স্মৃতবান্ । অন্তিমপর্বণি দৈববলেন দুষ্যন্তঃ, শকুন্তলা পুত্রঃ চ ভরতঃ পুনর্মিলিতাঃ অভবন্ ।

*** *** ***

স্বামিবিবেকানন্দঃ

(প্রিয়া মণ্ডলঃ, প্রথমবর্ষীয়া)

ভারতবরেণ্যস্য স্বনামখ্যাতস্য স্বামিনঃ বিবেকানন্দস্য নাম কো ন জানাতি । ১৮৬৩খ্রীষ্টাব্দস্য জানুয়ারিমাসস্য দ্বাদশদিবসে কলিকাতামহানগরস্য সিমলায়াং প্রখ্যাতদত্তবংশে তস্য জন্ম । তস্য পিতুঃ নাম বিশ্বনাথদত্তঃ, মাতা চ ভুবনেশ্বরী দেবী । তস্য বাল্যকালনাম নরেন্দ্রনাথঃ । ১৮৯৩খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায়াঃ শিকাগোনগরে মহাধর্মসম্মেলনে বেদান্তস্য তথা হিন্দুধর্মস্য চ ব্যাখ্যাং কৃত্বা সঃ সন্ন্যাসী বিশ্ববিখ্যাতঃ অভবৎ । বিবেকানন্দস্য প্রচারঃ আসীৎ – শিবজ্ঞানে জীবসেবা । জনসেবার্থং রামকৃষ্ণসঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা তস্য অন্যতমশ্রেষ্ঠকীর্তিঃ । ১৯০২খ্রীষ্টাব্দে জুলাঈ মাসস্য চতুর্থদিবসে বেলুরমঠে মহামানবঃ বিবেকানন্দঃ পঞ্চত্বং গতঃ ।

প্রকৃতি-দূষণম্

(বার্বী সরকারঃ, প্রথমবর্ষীয়া)

মানবপ্রদূষণস্য আরম্ভঃ তদা অভবৎ যদা মনুষ্যঃ আদিমকালে অগ্নিপ্রজ্বলনং কৃতবান্ । ততঃ মানবসভ্যতায়াঃ প্রগত্যৈ প্রদূষণং বর্ধমানং ভবতি । কার্যালয়বাহনৈঃ সহ জনসঙ্খ্যাবৃদ্ধ্যা বৃক্ষচ্ছেদনস্য গতিঃ অপি বর্ধিতা । ঔদ্যোগিকক্ষেত্রাণি নগরাণি চ পর্যাবরণপ্রদূষণস্য স্রোতাংসি ।

১৯৫২তমে বর্ষে লণ্ডননগরস্য ঔদ্যোগিকনগরে ধূম্রপানেন হৃদয়স্য শ্বাসরোগস্য চ দুষ্প্রভাবৈঃ প্রায়ঃ ৪০০জনানাং আকস্মিকমৃত্যুঃ অভবৎ । ১৯৮৪তমে বর্ষে ভারতস্য ভোপালনগরে Methyl isocyanateইতি কারণেন সহস্রাণাং জনানাং প্রাণহানিঃ অভবদিতি বয়ং সর্বে জানীমঃ । বৈজ্ঞানিকানাং মতে অস্মাকং পৃথিব্যাঃ বায়ুমণ্ডলে দ্বিসহস্রকোটিটন-Carbon dioxide ইতি পূর্বমেব সঞ্চিতমস্তি ।

*** *** ***

মহাকবিঃ কালিদাসঃ

(রিয়া বাইনঃ, প্রথমবর্ষীয়া)

কালিদাসঃ সংস্কৃতভাষায়াঃ প্রাচীনভারতস্য বিশিষ্টঃ কবিঃ নাট্যকারঃ চ । যদ্যপি কালিদাসস্য কৃতয়ঃ অতিপ্রসিদ্ধাঃ তথাপি তস্য জীবনস্য বিষয়ে বহু কিমপি ন জ্ঞায়তে । সঃ কালিদেব্যাঃ ভক্তঃ আসীৎ । তস্য বিবাহঃ রাজকুমার্যা সহ পরন্তু যদা সা মূর্খকবেঃ অবমাননামকরোৎ তদা সঃ নদ্যাং প্রাণানত্যজৎ । তস্য আরাধ্যা দেবী তং রক্ষিত্বা তস্মৈ বরং প্রদত্তবতী । অনন্তরং রাজবিক্রমাদিত্যস্য নবরত্নেষু তস্য স্থানম্ । কালিদাসঃ মেঘদূতং, কুমারসম্ভবং, রঘুবংশম্, ঋতুসংহারং প্রভৃতীনি কাব্যানি, অভিজ্ঞানশাকুন্তলং, বিক্রমোর্বশীয়ং, মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকত্রয়ং রচিতবান্ ।

*** *** ***

ডোরকবিহীনং তৎ ডোরকম্ (আত্মোপলব্ধিঃ)

সাবেরী রক্ষিতঃ

দিনারম্ভে দিনয়াপনে দিনাবসানে চ তব কজ্জলকৃষ্ণলোচনদ্বয়াৎ জায়তে মম চালিকাশক্তিঃ । তব ওষ্ঠাধরং পরিব্যাপ্য বর্ততে যৎ স্মিতং হাস্যং তত্তু উদ্দীপয়তি মাং সমধিকম্ । আপদি ত্বমেব মে গতিঃ । বিপদি ত্বমেকমেব শরণ্যাতিশরণ্যম্ । বিষাদে যথা তথৈব হর্ষেঽপি ত্বমেব মমাশ্রয়ঃ । যোগে যথা উৎফুল্লতয়া তব আততহাস্যং পশ্যতি তথৈব ক্ষেমেঽপি প্রাপ্তস্য রক্ষণকার্যং সুষ্ঠুতয়া সম্পন্নার্থং তব স্নেহাশিষং প্রার্থয়ে । সংসারঃ যদা ভারবৎ অন্তরগ্লানিং সঞ্চারয়তি, যদা বিমর্ষতা ভবতি অভ্যধিকা, তদাপি তব সমুজ্জ্বলে কতোতিকে আশ্বাসয়তি মাম্ ।

কস্ত্বম্ ? ত্বং খলু মম প্রাণসখা শ্রীমধুসূদনঃ । সখেব মার্গং দর্শয়সি, অভিভাবকরূপেণ শাধি, পরিজনাঃ পৃচ্ছন্তি, কুতঃ আয়াতি ঈদৃশঃ বিশ্বাসঃ? ইয়ত্তু মূর্তিঃ কেবলং, স শরীরং নাত্মানং দর্শয়তি সঃ । তূষ্ণীং ভূত্বা অহং মনসা ভণামি, অহং জানামি, জানামি অহং – পথি দুর্ঘটনাকবলিতপিতুঃ পার্শ্বে সমাগতজনেষু, উন্মাদিনীব চিকিৎসালয়ং প্রতি ধাবিতস্য মম পার্শ্বে, পিতুঃ দীর্ঘদিনং যাবৎ অস্বস্থদশায়াং মনোবলং সঞ্চারয়িতুং পার্শ্বস্থিতেষু পরিচিতাপরিচিতার্ধপরিচিতেষু জনেষু মধ্যে অহমপশ্যং ত্বাম্ । ঘোরতরে অতিমারিকালে পিতুঃ অন্তিমযাত্রায়াং ময়া সহ সমুপস্থিতেষু, মম শোকপ্রশমনে দূরাদন্তিকাদেব সান্তরিকসান্ত্বনাদানেন মাং সমাশ্বাসয়িতুং কৃতপ্রয়ত্নেষু জনেষু অহং তবৈব স্পর্শমনুভবামি । শোকে যথা তথৈব অনাবিলানন্দেঽপি অনাত্মীয়জনানাং সোল্লাসমভিবাদনং যদা মাং সমধিকমুৎফুল্লং করোতি, তদা এব ত্বমেব ময়া উপলভ্যতে । বিবিধকায়াসু বিচিত্ররূপেষু পরমসখেব ত্বমসি মম জীবনং পরিব্যাপ্য ।

জীবনচর্যায়াং প্রতিপলমনুক্ষণমেব অহং ত্বামনুভবামি । নাহং কান্তকবিঃ, নৈব মম বিদ্যাপতিতুল্যঃ ভক্তিরসঃ, কেবলং মনসি সুপ্তাস্তি কাচিৎ আকৃতিঃ – 'হে বন্ধো! মে, হে অন্তরতর! জীবিতেঽস্মিন্ যদেব সুন্দরং, সর্বং তৎধ্বনিতমস্তু সুরৈঃ, প্রভো! তব গীতেন, তবৈব সঙ্গীতেন…।'

*** *** ***

মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ

সঙ্ঘমিত্রা মুখার্জী

বৈদিকমন্ত্রাঃ ন খলু কেবলং স্তুতিমূলকাঃ ভবন্তি । অতঃ নিরুক্তকারেণ য়াস্কাচার্য্যেণ সুপ্রতিপাদিতং য়ৎ উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি ইতি । অস্য বক্তব্যস্য মুখ্যনিদর্শনস্বরূপং ভাতি অথর্ববেদস্য পৃথিবীসূক্তং ভূমিসূক্তং বা ।

ঋগ্বেদে ঋষেঃ ভৌমস্য পৃথিবীমুদ্দিশ্য চ চতুর্মন্ত্রসম্বলিতং সূক্তমেকং প্রাপ্যতে । পরন্তু অথর্ববেদস্য দ্বাদশকাণ্ডে সুদীর্ঘং ভূমিসূক্তং দৃশ্যতে । অস্য সূক্তস্য আথর্বন্ ঋষিঃ, ভূমিঃ চ দেবতা । অস্মিন্ ভূমিসূক্তে ত্রিষষ্টিসংখ্যকাঃ মন্ত্রাঃ বর্তন্তে । সূক্তেঽস্মিন্ পৃথিব্যাঃ স্বরূপং বৈশিষ্ট্যং চ সবিস্তরেণ উপন্যস্তমস্তি ।

ঋগ্বৈদিকযুগে পৃথিবী ভূমিঃ বা ঋষিভিঃ সদা পূজিতা আসীৎ । অস্মাকং জীবনেন সহ একমেবাদ্বিতীয়া পরমসম্পর্কযুক্তা হি পৃথিবী মাতা । শিশুঃ য়থা মাতুঃ ক্রোড়ে লালিতঃ বর্ধিতঃ ভবতি তথৈব পৃথিব্যাঃ বক্ষসি মানবং স্বজীবনমতিবাহয়তি । সন্তানস্নেহেন পালয়তি অস্মাকমিয়ং পৃথিবী ।

পৃথিবী সর্বেভ্যঃ আশ্রয়ং প্রয়চ্ছতি অন্নমপি দদাতি ইয়ং ভূমিঃ । প্রাণধারণার্থং প্রাণিনাং য়স্য বস্তুনঃ প্রয়োজনমস্তি তৎ পৃথিব্যাং প্রপদ্যতে । ভূমৌ উৎপাদিতেন শস্যেন ক্ষুধাং নিবৃত্য বয়ং পৃথিবীমাতুঃ ক্রোড়ে সুখেন নিবসামঃ ।

বৈচিত্র্যরঞ্জিতা খলু ইয়ং পৃথিবী । তত্র য়থা সাগরাঃ বিলসন্তি তথৈব পর্বতাঃ । সূক্তেঽস্মিন্ ভূমিদেব্যাঃ মাতৃরূপং বন্দিতম্ ঋষিকবিনা । সত্যং শাশ্বতনিয়মঃ দীক্ষা স্তুতিঃ য়জ্ঞঃ চ ইমাং পৃথিবীং ধারয়ন্তি । উচ্চনীচভূমিসম্পন্না ওষধিবৃক্ষৈঃ পরিপূর্ণা ইয়ং পৃথিবী অস্মাকং কৃতে সুবিস্তৃতা ভবতু । তস্যাঃ বক্ষসি স্থানং প্রয়চ্ছতু ইতি হি কবেঃ প্রার্থনা ।

ইহ পৃথিব্যামস্মাকং পূর্বপুরুষাঃ বিবিধানি কর্মাণি সম্পাদয়ন্তি । দেবাসুরাঃ সংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ ভবন্তি । পৃথিবীয়ং য়থা মানবানামাশ্রয়দাত্রী তথা হি গো-অশ্ব-বিহগানামাশ্রয়স্থলা ইতি । বিশ্বম্ভরা বসুধানী স্বর্ণবক্ষা অস্মাকং ভূমিমাতা । নিদ্রাহীনৈঃ দেবৈঃ অপ্রমাদেন সর্বদা পৃথিবী রক্ষন্তু । অশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য সুনিপুণৈঃ হস্তৈঃ বিনির্মিতা পৃথিবীয়ম্ । ভগবতঃ বিষ্ণোঃ বিচারণভূমিঃ ভবতি পৃথিবী । অতঃ সা সর্বদা সুরক্ষিতা অভবৎ । পুরা য়দা য়দা পৃথিবী অসুরৈঃ আক্রান্তা বভূব, তদা তদা ইয়ং পৃথিবী শচীপতিনা ইন্দ্রেণ সুরক্ষিতা ভবতি । সা

পৃথিবী মহ্যং পুত্রায় দুগ্ধং প্রদদাতু । পৃথিবী অস্মাকং মাতৃস্বরূপা, বয়ং খলু তস্যাঃ সন্তানাঃ । অতঃ কবেঃ মতং – 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ' ইতি ।

ঈদৃশী পৃথ্বী অস্মভ্যং পূর্ণবিজ্ঞানং দদাতু, তেজঃ বিদধাতু ইতি হি অস্মাকং প্রার্থনা ।

*** *** ***

কুন্তীকৃতা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

(শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ)

नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते: परम् । अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् ॥१॥

Kuntī said: O Kṛṣṇa, I offer my obeisances unto You, because You are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet You are invisible to all.

मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षमव्ययम् । न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा ॥२॥

Being beyond the range of limited sense perception, You are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized.

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् । भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय: ॥३॥

You Yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How, then, can we women know You perfectly?...

अथ विश्वेश विश्वात्मन्विश्वमूर्ते स्वकेषु मे । स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥२६॥

O Lord of the universe, Soul of the universe, O personality of the form of the universe, please, therefore, sever my tie of affection for my kinsmen, the Pāṇḍavas and the Vṛṣṇis.

त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत् । रतिमुद्वहतादद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति ॥२७॥

O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto You without being diverted to anyone else.

श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यृषभावनिध्रुग्रा-जन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य ।

गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार, योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥२८॥

O Kṛṣṇa, O friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vṛṣṇi, You are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and You descend to relieve the distresses of the cows, the brāhmaṇas and the devotees. You possess all mystic powers, and You are the preceptor of the entire universe. You are the almighty God, and I offer You my respectful obeisances.

চিত্রপ্রদর্শনী

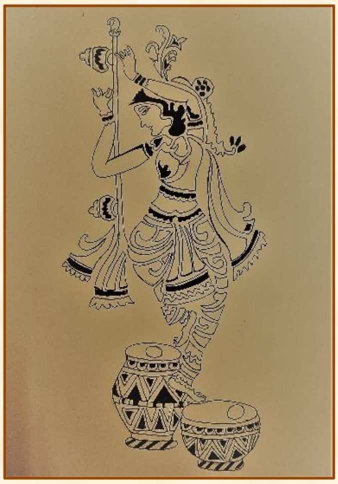

অন্তরা রে

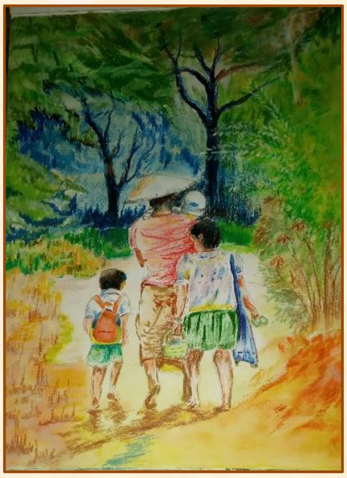

প্রিয়া মণ্ডলঃ

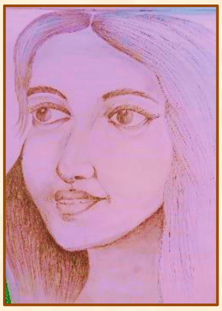

সুজাতা লোহারঃ

রিয়া বাইনঃ

শ্যামারানী দাসঃ

মিতা রায়ঃ